সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নাম নজরুল ইসলাম

–বিধান চন্দ্র দে

সম্প্রীতি কথাটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ভাইয়ে ভাইয়ে, সমাজে সমাজে সম্প্রীতি বজায় রাখা বা সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা সন্তোষ, আহ্লাদ। সংস্কৃতিতে সম্ + প্রীতি = সম্প্রীতি। মাটি আর মানুষ যেমন ঠিক তেমনই সম্প্রীতি আর কবি নজরুল ছিলেন একাকার। অর্থাৎ কবির ভাষায় একই বৃন্তে দুই ফুল হিন্দু ও মুসলমান। এই দুই জাতের মিলনে বিদ্রোহী কবি নজরুলের অবদান অনস্বীকার্য্য। তাঁই আমাদের নিকট কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন সকলের - হিন্দু ও মুসলমানের কারোরই একার নন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ছড়াকার প্রয়াত অন্নদাশঙ্কর তাই তিনি লিখেছেন -

"ভুল হয়ে গেছে বিলকূল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নি কো নজরুল।
এই ভুলটুকু বেঁচে থাক,
বাঙালী বলতে একজনই আছে
দুর্গতি তার ঘুচে যাক।"

বিদ্রোহী কবি নজরুল ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে। বাঙলা ও বাঙালীর ঐতিহ্যের ধারক বাহক ছিলেন কবি নজরুল। তিনি হিন্দুর উৎসব আর মুসলমানের উৎসবকে সমানভাবে ভালোবেসেছিলেন। কবি নজরুল তাঁর কাব্যের সোনার কাঠির পরশে জাতের নামে বজ্জাতির এই ধর্ম্মান্ধ সম্প্রদায়কে এক করার চেষ্টা করেছেন। অপর দিকে তাদের ভালবাসার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন।

বিস্মৃত অধ্যায়ের বিগত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কোলকাতায় সাম্প্রদায়িক হানাহানি যখন চরমে উঠেছে তখনও বিদ্রোহী কবি নজরুলের তরবারির মত ধারালো লেখনী তখনও ছিল সচল আর তাই তিনি "হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধ" এক কবিতায় তিনি লিখলেন -

মাভৈঃ মাভৈঃ এতদিনে বুঝি জানিল ভারতে প্রাণ,
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান - গোরস্থান।
ছিল যারা চির মরণ আহত
উঠিয়াছে জানি ব্যথা-জাগ্রত
খালেদ আবার ধরিয়াছে অসি, অর্জ্জুন ছোঁড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু মুসলমান।
যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু দূর্গ গুঁড়া।
প্রভাত হবে না ভায়ে ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ জেগেছে তো তবু বিজয় কেতন উড়া।

Scanned by CamScanner

ল্যাজে চোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পোড়া।

উল্লিখিত এই কবিতার মধ্য দিয়ে কবি নজরুল ব্যঙ্গের মাধ্যমে আঘাত দিয়ে সুপ্ত হয়ে থাকা মানুষদের শুভবুদ্ধি, চেতনার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন।

আবার দাঙ্গার পটভূমিকায় তিনি আর একটি কবিতা লিখেছেন -

"ঘর সামলে নে এই বেলা তোরা ও হিন্দু মুসলেমিন।
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না সুযোগ পালালে মেলা কঠিন।
ধর্ম্মকহল রাগ দুদিন
নখ ও দন্ত থাকুক বাঁচিয়া
আসিবে না ফিরে এই সুদিন
বদনা গাড়ুতে কেন ঠোকাঠুকি,
কাছা কোঁচা টেনে শক্তি ক্ষীণ।
সিংহ যখন পঙ্কহীন।"

আবার কবি নজরুল তাঁর উপন্যাস "কুহেলিকা"র এক জায়গায় লিখলেন - "আমার ভারতবর্ষ এ মানচিত্রের ভারতবর্ষের নয় সে, আমি। আমি তোমাদের চেয়ে কম ভাবপ্রবণ নই, তবু আমি ভারতের জল, বায়ু, মাটি পর্ব্বত অরণ্যকেই ভালবাসিনি। আমার ভারতবর্ষ ভারতের এক মূক দরিদ্র নিরন্ন পদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া নয় - হিন্দুস্তান নয় - গাছপালার ভারতবর্ষ নয় আমার ভারতবর্ষ যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনতীর্থ। কত অশ্রুসাগরে চড়া পড়ে উঠলো আমার এই বেদনার ভারতবর্ষ। ওরে এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয় - এ আমার মানুষের মহামানুষের মহাভারত।"

কবি নজরুল ছিলেন সাম্প্রদায়িকতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত পুরুষ। ভারতবাসী বলে, বাঙালী বলে তাঁর গর্ব্বের শেষ ছিল না। তাঁর আত্মা মনে ঈশ্বরের প্রেম আর মানুষের প্রেম একাকার হয়ে গেছে, আর তাই তো তিনি নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন - "আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাদের সংস্কারে আঘাত হানার জন্য মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি বা হিন্দু দেবদেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার শব্দের সৌন্দর্য্যহানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করেছি।

আর তাই বিদ্রোহী কবি নজরুল তাঁর "কান্ডারী হুঁশিয়ার" কবিতায় লিখলেন -

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে দু যাত্রীরা হুঁশিয়ার
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আকের হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি নিতে হবে তরী পার।
তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী যাত্রীরা সাবধান
যুগ যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিমান।

Scanned by CamScanner

ফেনাইয়া উঠে, বঞ্চিত বুকে পুঞ্জীত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ
কান্ডারী আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ
হিন্দু না ওরা মুসলিম ? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন
কান্ডারী বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।"

আবার কবি নজরুল বিগত ১৯৪১ সালে ৫ ও ৬ই এপ্রিল তারিখে মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জয়ন্তী উৎসবে তাঁর জীবনের শেষ অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন এবং সেদিনকার সেই অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন - "যদি আর বাঁশি না বাজে, - আমি কবি বলে বলছি না - আমি আপনাদের ভালবাসা পেয়েছিল সেই অধিকারে বলছি, আমায় ক্ষমা করবেন, আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন, আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি - আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম। প্রেম পেতে এসেছিলাম। সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম। হিন্দু-মুসলমান দিন-রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ মানুষের জীবেন একদিকে কঠোর দারিদ্র, ঋণ অভাব অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পাষাণ স্তূপের মত জমা হয়ে আছে। এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে সঙ্গীতে, কর্ম্মজীবনে অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম - অসুন্দরকে ক্ষমা করতে, অসুরকে সংহার করতে এসেছিলাম - আপনার সাক্ষী আর আমার সাক্ষী আমার পরম সুন্দর। আমি যশ চাই না, খ্যাতি চাই না, তবু আপনারা আদর করে যখন নেতৃত্বের আসনে বসান, তখন অশ্রু সম্বরণ করতে পারি না। তাঁর আদেশ পাইনি, তবু রুদ্র সুন্দর রূপ আবার আপনাদের নিয়ে এই অসুন্দর, এই কুৎসিত অসুরদের সংহার করতে ইচ্ছা করে। যদি আপনাদের প্রেমের প্রবল টানে আমাকে আমার একাকীত্বের পরম শূন্য থেকে অসময়েই নামতে হয় - তাহলে সেদিন আমায় মনে করবেন না আমি সেই নজরুল। সে নজরুল অনেকদিন আগে মৃত্যুর খিড়কি দুয়ার দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেদিন আমাকে কেবল মুসলমান বলে দেখবেন না - আমি যদি আসি, আসবো হিন্দু-মুসলমান জাতির উর্দ্ধে যিনি একমেব দ্বিতীয়ম তাঁরই দাস হয়ে।"

তারপর ১৩৩৬ সালে ২৯শে অগ্রহায়ণ দেশবাসীর পক্ষে বিদ্রোহী কবি নজরুলকে বিরাট সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, আর সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন এস ওয়াজেদ আলি। তিনি সেই অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। কবিকে উপহার হিসাবে দেওয়া হয় সোনার দোয়াত ও কলম। কবি নজরুল অভিনন্দনের উত্তরে প্রতিভাষণ পাঠ করেন -

"বন্ধুগণ, আপনারা যে সওড়াত হাতে তুলে দিলেন আমি তা মাথায় তুলে নিলুম। আমার সকল তনু মন প্রাণ আজ বীণার মত বেজে উঠেছে। তাতে শুধু একটিমাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে.. আমি ধনু হলুম, আমি ধন্য হলুম, আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীনা, গায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে

Scanned by CamScanner

জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে, তঁঅকে ক্ষুধাজীর্ণ মুর্ত্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাবাসের অন্ধকূপে ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি, আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ দেখার স্তব-স্তুতি। কেউ বলেন, আমার বীনা যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি ওদুটো কিছুই নয়, আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় হ্যান্ডসেক করাবার চেষ্টা করেছি। গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত মিলালো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে যাকে তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে। আমার গাঁট ছাড়ার বাঁধন কাটতে তাঁদের কোন বেগ পেতে হবে না, কেননা একজনের হাতে আছে লাঠি আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি। কবি নজরুলের বিশেষত্ব ছিল এই বলে যে তিনি একজন প্রকৃত ভারতবাসী বলে, বাঙালী বলে কবি নজরুলের গর্ব্বের অন্ত ছিল না। ঈশ্বরের প্রেম আর মানুষের প্রেম একাকার হয়ে গিয়েছিল তাঁর জীবনে তাঁর প্রেম মানব প্রেম, সেই প্রেমে সাম্প্রদায়িকতার হলাহল ছিল না। ছিল উদারতা, মানবতা, ছিল মহামিলনের সুর। যে সুর তিনি আজীবন হিন্দু মুসলমান নামক দুই সম্প্রদায়কে, দুই ভাইকে সর্ব্বদা এক করতে চেয়েছিলেন।

বাঙালীর সব অনুষ্ঠানেই নজরুলের থাকতো সাদর আমন্ত্রণ। একবার এক গোঁড়া হিন্দু পরিবারের বিয়েতে কয়েকজন হিন্দু বন্ধুর সঙ্গে তিনি সেখানে উপস্থিত হন। নজরুল ছিলেন বড় সাধাসিধে-সরল মনের মানুষ। তিনি বুঝতেই পারেননি যে সেখানে তিনি গিয়ে তিনি অবাঞ্ছিত হতে পারেন। অপমানের ক্ষত তাঁকে দগ্ধ করেছিল। তিনি তাঁর হৃদয়ের জ্বালা "জাতের নামে বজ্জাতি" নামক কবিতায় লিখলেন -

জাতের নামে বজ্জাতি সব জালিয়াত গেলছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয়কো মোয়া
হুঁকোর জল, আর ভাতের হাঁড়ি ভাবধন এতে জাতির জান
তাইতো বেকুব, করলি তোরা এক জাতিতে একশো গান।
এখন যদি দেখিস ভারত জোড়া পড়ে আছিল বাসি মড়া
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত শেয়ালের হুক্কা হুয়া
জানিস নাকি ধর্ম্ম সে যে ধর্ম্ম সব সহনশীল
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁওয়া-ছুঁয়ির ছোট্ট টিল।
যে জাত ধর্ম্ম ঠুনকো এত আজ নয় কাল ভাঙবে সে ত
যাক্ না সে জাত জাহান্নামে, রইবে মানুষ নাই পরোয়া।।"

নজরুলের স্বপ্ন ছিল শোষণহীন, সাম্প্রদায়িকতাহীন সুখী সুন্দর সমাজ গড়ার। তিনি চেয়েছিলেন জাতি ধর্ম্ম সবার উর্দ্ধে উঠে হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ঠাঁই ভাবে এক জাতি এক প্রাণ হয়ে পাশাপাশি হাতে হাত মিলিয়ে গলায় গলা মিলিয়ে সুখে বাস করুক। জাত নয়, ধর্ম্ম নয়, মানুষই কবির কাছে বড় ছিল।

বিশ্বমৈত্রীর ভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন কবি নজরুল। নবযুগ প্রবন্ধে কবি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আবেদন করলেন "এস ভাই হিন্দু, এস মুসলমান, এস বুদ্ধ, এস ক্রিশ্চিয়ান, আজ আমরা সব গন্ডি কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি।"

Scanned by CamScanner

কবি নজরুল ছিলেন সকল দেশের সকল জাতির আপনার মানুষ। তিনি নিজে জাতি, সম্প্রদায় ও দেশের সীমা অতি সহজেই অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর তাই তিনি বলেছেন -

"আমি এই দেশ, এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশের এই সমাজের নয়, আমি সকল দেশের, আমি সকল মানুষের, সুন্দরের ধ্যান, আর ভগবানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম্ম, যে কূলে যে সমাজে যে ধর্ম্মে যে দেশেই জন্ম গ্রহণ করি যে আমার দেশ আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।

কবি নজরুল ছিলেন প্রকৃতই প্রগতিশীল, সাম্প্রদায়িকতাহীন মানবপ্রেমিক কবি ছিলেন বলেই তিনি সহজেই ভক্তিমূলক শ্যামাসঙ্গীত, ইসলামী গান, পাগল করা প্রেমের গান ও গজল রচনা করেছেন। কবির হৃদয় ছিল মানব চেতনায় জারিত। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা ও ব্রত ছিল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন। তিনি তাঁর কাব্যের গাডনের প্রতিটি ছন্দে সুরে সেই বীণাই মূর্ত্ত করেছেন বারবার।

কবি নজরুল পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের অমোঘ বাণী, আবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অকৃপণ আশীর্ব্বাদ ও প্রেরণা। উদার মানবতাবাদের চেতনা কবিকে সমৃদ্ধ করেছিল সব দিকে দিয়ে। ধর্ম্মকে কবি অস্বীকার করেন নি। তার ঐতিহ্যকেও কবি সাদরে মেনে নিলেও ধর্ম্মের নামে অন্ধ সংস্কার, গোঁড়ামি অকারণ হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মারামারি, হানাহানি তার মূলে তিনি তাঁর কাব্য, সঙ্গীত, প্রবন্ধ ইত্যাদির কুঠারাঘাত করে চুরমার করে তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন।

আজ এই বিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে - নতুন শতাব্দীর শুভ সূচনার সন্ধিক্ষণে এসেও কবি নজরুল ইসলামের মধ্যে যে মিলন সূত্রের আহ্বানের চেষ্টা তা সম্মান প্রাসঙ্গিক প্রবাহমান পথ দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। শিক্ষার আলোকবর্তিকা আজ ঘরে ঘরে। তবুও আজ মানুষে মানুষে হানাহানি, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার সম্পূর্ণ দূর হয়নি। ধর্ম্ম মানুষকে সঠিক পথে সঠিক ভাবে চলতে শেখায়। মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে শেখায়। আমরা ধর্ম্মের সেই মানবিক দিকগুলো কৌশলে উপেক্ষা করে চলি বলেই এই হানাহানি এত কলহ এত জাতপাতের লড়াই সারা ভারত জুড়ে। হিন্দু-মুসলিমসহ সব ধর্ম্মেই মানব প্রেমের কথা বলা হয়েছে দৃঢ়ভাবে। সব ধর্ম্মেই মানুষকে ভালবাসতে, তার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে বলা হয়েছে, সব কিছুর ওপরেও একমাত্র মানুষ সত্য - অন্য কিছু মিথ্যা। কবি চন্ডীদাসও বহু বছর আগেই বলে গেছেন -

"সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার
ওপরে কেহ নাই।"

প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য যুগাবতার শ্রী রামকৃষ্ণ, সুফী সাধক লালন ফকির, ভক্ত কবীর, ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ - এই সব মহাপুরুষরাও একই কথা যুগে যুগে প্রচার করে গেছেন। তাঁরা মানুষের মাঝে মানবিক চেতনা, মানব প্রেমের বাণী প্রচার করেছেন। আর আমরা বারবারই তা লঙ্ঘন করে একে অপরের সাথে হানাহানিতে মেতে উঠেছি।

বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে কবি নজরুলের জন্ম শতবর্ষে তাই আবার নতুন করে মানবিক

Scanned by CamScanner

কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে হবে -

কাটিয়ে উঠেছি ধর্ম্ম আদিম নেশা
ধ্বংশ করেছি ধর্ম্ম সাজকী পেশা।
ভাঙি মন্দির, ভাঙি মসজিদ
ভাঙ্গিয়া গীর্জ্জা গাহি সঙ্গীত
এক মানবের একই রক্ত নেশা।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবির মৌলিক দৃষ্টির জন্য জাগরিনী স্বর্ণপদক দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। স্বাধীনোত্তর কালে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার এই বিদ্রোহী কবিকে "পদ্মভূষণ" উপাধি প্রদান করেন।

দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ১৯৭৬ এর ২৯শে আগষ্ট ব্যথিত মানবাত্মার মরমী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের ঢাকায় মহাপ্রয়াণ করেন।

Scanned by CamScanner